পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

১৮এ, ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

সার্কুলার নং ১৮/২০০৭ তারিখ ঃ ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৭

সকল সদস্যদের জন্য

প্রিয় সাথী,

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সংগঠনের অষ্টাদশ (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এই সম্মেলনের আহ্বান হলো— **"ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ, সংযুক্তিকরণ ও আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা।"**

ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ, দক্ষ সংগঠক এবং শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু কমরেড চিত্তব্রত মজুমদারের সুবিশাল কর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের সম্মেলন স্থল কলকাতা শহরের নামকরণ করেছিলাম **'চিত্তব্রত মজুমদার নগর'**।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বিদেশী ব্যাঙ্কের কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী এবং আমাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত প্রিয় নেতা কমরেড সুবিনয় রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ মঞ্চের নামকরণ করেছিলাম **'কমরেড সুবিনয় রায় মঞ্চ'**। কমরেড সুবিনয় রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গত ১৫ই মে ২০০৬।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, দক্ষ সংগঠক ও শিক্ষক কমরেড আশিস সেন আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২৪শে আগষ্ট ২০০৭ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর স্মরণে আমরা আমাদের প্রতিনিধি সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করেছিলাম **'কমরেড আশিস সেন মঞ্চ'**।

গত ১লা ডিসেম্বর ২০০৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে (কমরেড সুবিনয় রায় মঞ্চ) আমাদের অষ্টাদশ (নবপর্যায়) রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আমাদের ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীরা এই প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত হয়। বিপুল সংখ্যক অফিসার ও কর্মচারীদের উপস্থিতি, বিশেষ করে ব্যাপক মহিলা কর্মচারীর যোগদান আমাদের প্রকাশ্য সমাবেশকে বর্ণময় করে তুলেছিল। দেড় হাজারের বেশী মানুষের উপস্থিতি এই সমাবেশকে আক্ষরিক অর্থে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সকল স্তরের কর্মচারীদের সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সমাবেশে আগত সবাইকে রক্তিম অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার গণসঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু হয়। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আমাদের সংগঠনের সভাপতি কমরেড অলোক দাস।

প্রকাশ্য সমাবেশ মঞ্চে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন (পঃবঃ) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রদীপ বিশ্বাসকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস তাঁর ভাষণে পেনশনে পুনর্বার সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের

অনমনীয় মনোভাব, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের কর্মচারী বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত দাবী আদায়ের সাথে সাথে, শূণ্য পদে লোক নিয়োগের দাবীতে, কর্মরত মৃত কর্মচারীর পরিবারের চাকরির দাবীতে, আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন প্রশ্নে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে উপস্থিত কর্মচারীদের বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কৃষিকে সংহত করে, শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার যে শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করেছে সেই শিল্পায়ন নীতির বিরোধিতা করে এবং অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনীতির পরিবেশ নষ্ট করার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। কমরেড প্রদীপ বিশ্বাসের মনোগ্রাহী বক্তব্য উপস্থিত কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন সি. আই. টি. ইউ-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম. কে. পান্ধে। কমরেড পান্ধে তাঁর বক্তব্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির কড়া সমালোচনা করেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে কিউবা সহ লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী জনগণের সর্বব্যাপী-সার্থক প্রতিরোধ লড়াইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। লাতিন আমেরিকার জনগণের সংগ্রাম আগামী দিনে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে অনুপ্রেরণার শক্তি জোগাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকার দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন করে পরমাণু চুক্তি দ্রুত রূপায়নের পক্ষে যেভাবে সওয়াল করছে তারও তীব্র সমালোচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সার্বভৌমত্ব রক্ষা সহ শ্রমিক কর্মচারীর অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সর্ববৃহৎ ও ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে প্রয়াসী হতে অনুরোধ করেন।

আমাদের ব্যাঙ্কের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ, অল ইণ্ডিয়া পি.এন.বি. অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কমরেড অশোক দে, পি.এন.বি. অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কমরেড চন্ডী ব্যানার্জী, পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ কংগ্রেসের পক্ষে কমরেড দিলীপ মুখার্জী, পি.এন.বি. স্টাফ ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড রাজেশ সিং এবং পি.এন.বি. এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কমরেড শঙ্কর নন্দী সকলেই যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শাখা স্তর থেকে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন। সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

২রা ডিসেম্বর, ২০০৭ সকাল দশটায় কমরেড আশিস সেন মঞ্চে (মৌলালী যুবকেন্দ্র, কলকাতা) সভাপতি কমরেড অলোক দাস সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার গণসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুবিমল সেন। পরমাণু বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সাবলীল ভাবে বর্তমান অবস্থায় পরমাণু চুক্তি সম্পাদনের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। বিশ্বায়নের বিপদ কিভাবে সমাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে উপস্থিত হয়েছে তাও তিনি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন। অধ্যাপক সেনের বক্তব্য উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকবৃন্দ সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড রাজারাম মুখার্জী স্বাগত ভাষণ দেন। আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক কমরেড ডি.কে. চৌধুরী উপস্থিত ২৩ জন মহিলা প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সহ মোট ৪০৪জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে আমাদের ব্যাঙ্ক

কর্তৃপক্ষের, কেন্দ্রীয় সরকার ও আই.বি.এ. কর্তৃপক্ষের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন এবং যে সমস্ত দাবীতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা বর্তমানে আন্দোলনরত সেই সমস্ত দাবী আদায়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয় রাত ৮টায়।

৩রা ডিসেম্বর, ২০০৭ সকাল দশটায় প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। ৪জন মহিলা সহ মোট ৫৯ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সংশোধনী ও সংযোজনী সহ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনের কাজ শেষ হয় বেলা পাঁচটায়।

সংগঠনের সংবিধান সংশোধন করে মাসিক সদস্যচাঁদা করণিকদের জন্য ৩০টাকা, থোক বেতনের সাফাই কর্মচারী বাদে অন্য সাবস্টাফ কর্মচারীদের জন্য ১৫টাকা এবং থোক বেতনের সাফাই কর্মচারীদের জন্য ৫ টাকা হারে করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বর্ধিত চাঁদার হার আগামী ১লা জনুয়ারী ২০০৮ থেকে চালু হবে।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত সাতটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

(২) পেনশন প্রকল্পে পুনর্বার আবেদনের সুযোগ, কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মচারী পরিবারের একজনের নিয়োগের দাবীতে এবং আউটসোর্সিংএর বিরুদ্ধে

(৩) শূণ্যপদে লোক নিয়োগের দাবীতে

(৪) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিলগ্নীকরণ, বেসরকারীকরণ ও সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে

(৫) রাজ্যে কৃষির সাফল্যকে সংহত করে শিল্পায়নের পক্ষে

(৬) সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে

(৭) আমাদের ব্যাঙ্কে যৌথ সংগ্রামের পক্ষে

আমাদের সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড মোতি ভট্টাচার্য্য আগামী ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করে অবসর গ্রহণ করবেন। রাজ্য সম্মেলনের কাজ শেষ হওয়ার পর উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের উপস্থিতিতে কমরেড মোতি ভট্টাচার্য্যকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিবাদন জানানো হয়। কমরেড ভট্টাচার্য্যও তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন এবং আগামী দিনে কর্মচারী বিরোধী আক্রমণ প্রতিহত করতে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নামের তালিকা সংযোজিত হল।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২০০৭ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে গ্রামীণ সঙ্গীত শিল্পী নন্দীগ্রামবাসী মেহনাজ আলীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি

তাঁর বাদ্যযন্ত্রে ২টি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস, সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বক্তব্য পেশ করেন। এই অনুষ্ঠানের সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল কল্যাণ সেন বরাটের পরিচালনায় ক্যালকাটা কয়ারের পরিবেশনা 'গুপী বাঘার কাণ্ড'। নৃত্যগীত সম্বলিত এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উপস্থিত শিশুরা এই অনুষ্ঠানটি আনন্দের সাথে উপভোগ করেছিল।

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমস্ত অনুষ্ঠান ও সম্মেলনের কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতিসহ সকলকে অভিনন্দন জানাই। সদাহাস্যময় স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আয়োজিত এই সম্মেলন এবং সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে সফল করা সম্ভব হোত না। সংগঠনের প্রতি সদস্যদের ভালবাসা, আন্তরিকতা— আমাদের প্রেরণা, সংগঠনের সম্পদ। সম্মেলনের কাজ সর্বতোভাবে সফল করার জন্য সবাইকে জানাই রক্তিম অভিনন্দন।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

সাধারণ সম্পাদক

জানুয়ারী মাসের বেতন থেকে সংগঠনের মাসিক সদস্য চাঁদা প্রতি করণিক সদস্য পিছু ৩০ টাকা, থোক বেতনের সাফাই কর্মচারী বাদে প্রতি সাবস্টাফ কর্মচারী সদস্য পিছু ১৫ টাকা এবং থোক বেতনের সাফাই কর্মচারী সদস্যপিছু ৫ টাকা হারে আদায় করে, শাখা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর সহ নামের তালিকা ড্রাফট-এর মাধ্যমে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়মিত পাঠান। কোনও অবস্থাতেই সদস্য চাঁদা TPO-র মাধ্যমে পাঠাবেন না।

রাজ্য সম্মেলনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাধারণ পরিষদ সদস্যদের তালিকা

কেন্দ্রীয় কমিটি

সভাপতি	কমরেড	অলোক দাস
সহ-সভাপতি	কমরেড	প্রদীপ বিশ্বাস
	,,	কল্যাণ ভট্টাচার্য্য
	,,	অঞ্জন গাঙ্গুলী
	,,	সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী
	,,	সত্যব্রত দত্ত
	,,	মিলন দে
সাধারণ সম্পাদক	কমরেড	অমিতাভ দে
সম্পাদক	কমরেড	অনুপম মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক	কমরেড	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী
	,,	শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত
	,,	সুব্রত চ্যাটার্জী
	,,	পিনাকী রায়চৌধুরী
	,,	নীলেন্দু ঘোষ
মুখ্য-কোষাধ্যক্ষ	কমরেড	অনিমেষ সুর
সহ-কোষাধ্যক্ষ	কমরেড	অলোক মজুমদার
আঞ্চলিক সম্পাদক	কমরেড	শ্যামসুন্দর পাল
	,,	মন্মথ দাস
	,,	বুদ্ধদেব দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক	কমরেড	অলোক রায়
	,,	সুকৃৎ মিত্র
	,,	অবনী চ্যাটার্জী

সদস্য

কমরেড	অচিন্ত্য নিয়োগী	(পুরুলিয়া)
,,	অভয় পদ রায়	(মালদহ)
,,	অলোক দত্ত	(পার্কসার্কাস)
,,	আমানত আলি	(এন. এস. রোড)
,,	অরূপ কর	(খিদিরপুর)
,,	বল্লাল সেন	(গড়িয়াহাট)
,,	বারিদ বরণ দাস	(প্রিন্সেপ স্ট্রীট)
,,	বিদ্যুৎ ব্যানার্জী	(এস.আর.এম.ও কলকাতা)
,,	বি. কার্তিকেয়ন	(ভবানীপুর)
,,	বল্লরী ভৌমিক	(কালিঘাট)
,,	চিত্তরঞ্জন জানা	(বুরামালা)
,,	দেবাশীষ দাস	(কেশিয়ারী রোড)
,,	লিপিকা চক্রবর্ত্তী	(বি.আর.বি.বি.রোড)
,,	মকবুল হায়দার সিদ্দিকী	(ব্র্যাবোর্ণ রোড)
,,	নিত্য দাস	(জি.টি.রোড বর্ধমান)
,,	নরেন পাত্র	(দুর্গাচক, হলদিয়া)
কমরেড	প্রণব কুমার শ্যাম	(নেহেরু রোড, শিলিগুড়ি)
,,	প্রণব চক্রবর্ত্তী	(হালিশহর)
,,	রামতনু দত্ত	(বড়বাজার)
,,	রত্না ঘোষ	(নিউমার্কেট)
,,	শ্যামাপদ মালিক	(বামুনারি)
,,	সুজয় চক্রবর্ত্তী	(সাউথ গড়িয়া)
,,	সুজিত ঘোষ	(আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড)
,,	সুতপা চক্রবর্ত্তী	(সি.আর.এভিনিউ)
,,	সুভাষ চন্দ্র অরোরা	(খড়্গপুর)
,,	সোমনাথ দাশগুপ্ত	(লায়ন্স রেঞ্জ)
,,	শক্তিপদ কুলভী	(তমলুক)
,,	শিখা ঘটক	(সল্টলেক সেক্টর-১)
,,	তুষার চক্রবর্ত্তী	(ভি.এন.রোড)
,,	তপন সাহা	(বহরমপুর)
,,	উজ্জ্বল দত্ত	(বি.কে.পাল এভিনিউ)

স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য

কমরেড রাজারাম মুখার্জী
,, সুধীর দাস
,, মোতি ভট্টাচার্য্য

সাধারণ পরিষদ সদস্য

কমরেড ব্রজনাথ মণ্ডল (শ্যামনগর)
,, অরিন্দম দাস (বালিগঞ্জ)
,, আশীষ সরকার (কেয়াতলা)
,, কালীনারায়ণ মজুমদার(সি.আর.এভিনিউ)
,, গৌতম ঘোষ (পার্ক স্ট্রীট)
,, পুলক ব্যানার্জী (ব্র্যাবোর্ণ রোড)
,, প্রহ্লাদ নাথ (এস.আর.এম ও কোলকাতা)
,, নৃসিংহ প্রসাদ সরকার (মানিকতলা)
,, গৌতম ঘোষ (জগদ্দল)
,, পরিমল দাস (ভবানীপুর)
,, মালা দত্ত (বালিগঞ্জ)
,, শৈলেন শিকারী (কলেজ স্ট্রীট)
,, শ্যামল গাঙ্গুলী (ব্র্যাবোর্ণ রোড)
,, প্রভাত মণ্ডল (আলিপুর চেতলা)
,, সুনয় বিশ্বাস (আর.সি.সি.কলকাতা)
,, রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত (শিয়ালদহ)
,, মৃনাল আদিত্য (সিডিপিসি কলকাতা)
,, শাশ্বতী দে (ব্র্যাবোর্ণ রোড)
,, সঞ্জিতা মণ্ডল (ধর্মতলা)
,, শিবশঙ্কর সাহা (এম.এল.স্ট্রীট)
,, স্মরজিৎ বিশ্বাস (সল্টলেক সেক্টর-৩)
,, সুবীর চক্রবর্ত্তী (গার্ডেন রীচ)
,, দুলাল চন্দ্র হালদার (খেয়াদহ)
,, দীপক মজুমদার (আই.বি.বি.)
,, মহাদেব সাঁতরা শিবপুর)
,, মানিক দাস (বিরাটী)
,, তিমির মণ্ডল (গড়িয়া)
,, অনুপ মুখার্জী (চন্দননগর)

কমরেড দীপক চক্রবর্ত্তী (নালিকুল)
,, শৈবাল নারায়ণ দে (গুপ্তিপাড়া)
,, বিকাশ রায় (কৃষ্ণনগর)
,, জগন্নাথ লেট (বালিদহ)
,, তপন দাস (জি.টি. রোড, আসানসোল)
,, মিতালী পাল (বস্তিনবাজার, আসানসোল)
,, সুব্রত দেব (মণ্ডল ঘাট)
,, রঞ্জিত পাল (জয়পুর)
,, সমীর বিশ্বাস (হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি)
,, তপন ব্যানার্জী (ভিরিঙ্গী মোড়, দুর্গাপুর)
,, মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী (মসিয়ারা)
,, পরিমল দাস মজুমদার (গোপীনগর)
,, উত্তম ব্যানার্জী (হরিপুর কেন্দা)
,, গোপালপোদ্দার (সেবক রোড, শিলিগুড়ি)
,, গৌতম দাস (কমলাপুর)
,, চারুলাল মিস্ত্রি (পাঁচগেরিয়া)
,, সঞ্জীব বিশ্বাস (ডেবরা)
,, বিমান রায় চৌধুরী (কলাবনী)
,, প্রবীর রঞ্জন মণ্ডল (কন্টাই)
,, সুনীল কুমার গুপ্তা (শঙ্করপুর)
,, শুভঙ্কর দে (হলদিয়া পিসিসি)
,, এন.সি.শীট (ভগবানপুর)
,, সুব্রত চক্রবর্ত্তী (চাঁদরা)
,, তন্ময় কুমার বসু (মণ্ডলকুপি)
,, দিলীপ কুমার মাইতি (নন্দীগ্রাম)
,, অরুনাভ মণ্ডল (বেলদা)
,, দেবব্রত চক্রবর্ত্তী (আই আই টি খড়গপুর)